OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 591 - 595
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঋত্বিক ঘটকের ‘জ্বালা’ নাটকে অভিব্যক্তিবাদের প্রসঙ্গ

সৌমিক মুখার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী
Email ID: soumik.mukherjee@bhu.ac.in
0009-0000-2159-562X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Expressionism, Ritwik Ghatak, Jwala, Social issues, Inner suffering, Post-independence India, Emotional distortion, Social drama.

Abstract
This paper studies how Expressionist ideas appear in Ritwik Ghatak’s Bengali play ‘Jwala’. Expressionism was an art movement in early twentieth-century Europe, especially around the First World War. It focused on showing deep feelings rather than realistic details. Expressionist artists often used strange shapes, exaggeration, distortion, and strong images to express fear, pain, tension, and the emotional struggles of a changing world. This paper explains how similar elements are found in ‘Jwala’. The play tells the story of six characters, and five of them are already dead. Each one had taken their own life because of poverty, unemployment, illness, displacement, or personal failure. Their spirits come together and speak about their past lives. Through their conversations, they try to understand what caused their suffering and what pushed them toward death. The stage design, character descriptions, and the way the dialogues are written all show Expressionist features. The stage feels dark and uncomfortable. The characters appear in strange, sometimes frightening forms. Their speech is emotional, broken, and often exaggerated. These techniques help us feel their inner pain more clearly and show the heavy emotional burden they carried when they were alive. However, the paper argues that Ghatak did not want to create a fully Expressionist play. He used Expressionist methods only as tools to express something bigger. His main aim was to highlight the serious social problems of post-independence India—such as poverty, displacement, and social injustice. He also wanted to show the need for unity, awareness, and collective struggle. Because of this, ‘Jwala’ should be understood as a socially conscious play influenced by Expressionism, not as a pure Expressionist work.

Discussion

সময়টা ১৯১৫ পরবর্তী। সমগ্র পৃথিবীর আকাশ জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে গেছে। সারা ইউরোপ জুড়ে চলছে অরাজক অবস্থা। এই বিস্ময়, বিক্ষুব্ধ সময়ে ইউরোপের শিল্প, সংস্কৃতির জগতে জন্ম নিল অভিব্যক্তিবাদ অথবা ইংরেজির পরিভাষায় ‘এক্সপ্রেশনিজম’। এই ‘এক্সপ্রেশানিজম্’ ভাবধারার মূল সুর ব্যক্তি আবেগের অতিরঞ্জন বা অত্যুক্তি। যার অর্থ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- কোনো বস্তু দ্রষ্টার মনে যে আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেটির কাল্পনিক ও অত্যুক্তিময় প্রকাশ। যেটা আমরা সাধারণ চোখে দেখছি সেটা আমাদের মনে কীরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সেটার প্রকাশ ঘটানো। এই সময়ের শিল্পীদের সৃজনে ধরা পড়ে বিকৃতি, অসহনীয় পরিস্থিতি, অস্থিরতা। শিল্পীরা নিজের শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেন ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয় অনেক সময়েই তাঁদের শিল্পের মধ্যে আরও বিস্তার লাভ করে তাদের প্রকাশ মাধ্যমের সাহায্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অরাজকতার মধ্যে এই কারণেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ইউরোপে প্রকাশ পায় 'অভিব্যক্তিবাদ'। তাই শিল্পীরা তাঁদের শিল্পে প্রকাশ করে কেবল বাস্তবকেই নয়, বাস্তব থেকে এগিয়ে গিয়ে ব্যক্তি মানসে পরিস্ফুট হওয়া সেই বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছবি। M. H. Abrams এবং G. G. Harpham তাঁদের A Glossary of Literary Terms গ্রন্থে 'এক্সপ্রেশানিজম্'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,-

> "The expressionist artist or writer undertakes to express a personal vision—usually a troubled or tensely emotional vision—of human life and human society. This is done by exaggerating and distorting what, according to the norms of artistic realism, are objective features of the world, and by embodying violent extremes of mood and feeling. Often the work implies that what is depicted or described represents the experience of an individual standing alone and afraid in an industrial, technological, and urban society which is disintegrating into chaos."[১]

অর্থাৎ 'এক্সপ্রেশানিস্ট' বা অভিব্যক্তিবাদীরা সাধারণত নিজস্ব যে ভাবনা তাঁর শিল্পে ব্যক্ত করেন সেটি অনেক সময়েই মানুষের জীবন ও সমাজের অস্থির, বিকৃত রূপ হিসেবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই রূপটি প্রথাগত শিল্পের থেকে আলাদা হয় এবং বস্তুকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অন্ধকার দিকটিকে তুলে ধরে। এই ভাবধারার শিল্পীরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন নিজের অন্তর্লোকের আবগ, অনুভূতিকে। নিজের চোখে যে জিনিস দেখেছেন তাঁরা তার থেকে সরে এসে নিজের মনের মধ্যে সেই জিনিসের কী চিত্র উপস্থাপিত তারই অতিরঞ্জিত রূপ শিল্পে প্রকাশ করতেন।

সেই সময়কার শিল্পে বিভিন্ন শাখায় আমরা এর প্রভাব দেখি। চিত্রকলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখ্য নরওয়ের Edward Munch-এর 'The Scream' নামক ছবিটি। সেখানে দেখি মরার খুলির মতো তোবড়ানো গাল বিশিষ্ট এক ছায়ামূর্তি তার দুই কান চেপে প্রচণ্ড চিৎকার করছে। ছবিটি দেখে মনে হয় আমাদের যেন কোনো মানুষ বাইরের কোনো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে এবং চিৎকার করে সেই ভয়াবহতাকে ব্যক্ত করতে চাইছে। বিষয়বস্তুর গভীরতা এক্ষেত্রে প্রকাশ করে মানুষের অন্তরের ভাবনাকে প্রকাশ করার নিষ্ফল চেষ্টাকে। অন্যদিকে, কবিতার ক্ষেত্রে Georg Heym, Ernst Stadler, August Stramm প্রমুখ এই ভাবধারাকে কেন্দ্র করে নিজেদের সাহিত্যকর্মে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। নাটকের ক্ষেত্রে 'এক্সপ্রেশানিজম্'-এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক বস্তুকেন্দ্রিক সমাজ সভ্যতার বিরোধিতা করা। আমরা জানি ইউরোপে যান্ত্রিক সভ্যতার সূচনা প্রাচ্য দেশগুলির তুলনায় অনেক আগে হয়েছিল। সেই যন্ত্রসভ্যতা ধীরে ধীরে মানুষের জীবনযাত্রাকে যান্ত্রিক করে তুলতে শুরু করেছিল। মানুষের এই অবস্থার প্রসঙ্গ দেখা যায় নাটকে। এই প্রসঙ্গে আমরা যাঁর নাম আলোচনায় রাখবো তিনি হলেন August Strindbergh। তাঁর নাটকের মধ্যে এই ধরণের প্রসঙ্গ আমরা দেখতে পাবো। সার্বিকভাবে সেই সময়ে নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন প্রতিবাদী ভাবধারার জন্ম দিয়েছিল এই 'অভিব্যক্তিবাদ'। মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জার, চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ— নাটকের সকল অংশে অভিব্যক্তিবাদীরা প্রচলিত ধারাকে খণ্ডন করেছিল।

ঋত্বিক ঘটক 'জ্বালা' নাটকটি লিখেছিলেন ১৯৫০ সালে। নাটকে 'অভিব্যক্তিবাদ'-এর প্রসঙ্গ নিরূপণ করার পূর্বে আমাদের নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। এই নাটকে কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই। ছয়টি চরিত্র রয়েছে— বধূ (শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়), খোকা, পূর্ণবাবু, ভোলা, পিওন এবং উন্মাদ। এদের মধ্যে উন্মাদ চরিত্রটি বাদে বাকি পাঁচজনই মৃত চরিত্র। তাঁরা প্রত্যেকেই আত্মহত্যা করেছে। আত্মহননের কারণগুলি চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা। অর্থাভাবের কারণে সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে না পারার কারণে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়। সে ছিল কালীঘাটের স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী। অর্থকষ্টের কারণে পাঁচজন সন্তানকে সে অভুক্ত রেখেছিল। অন্যদিকে, খোকন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একজন উদবাস্তু। সে চোখের সামনে নিজের মায়ের ও দিদির কষ্ট দেখতে না পেরে হাওড়া স্টেশনের কাছে ট্রেন লাইনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়। আচমকাই চাকরি চলে যাওয়ায় পূর্ণবাবু চরিত্রটি বহু চেষ্টা করেও চাকরি না পেয়ে বার্মাশেল অফিস বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। শুধু জল খেয়ে ডালহাসৌ চত্বরে কাজের সন্ধান করে গিয়েছিল সে। পাটকলে চাকুরিরত কর্মী ভোলার ফুসফুসে পাটের রোঁয়া ঢুকে গিয়ে টিবি আক্রান্ত হয় সে। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে নিজের শেষ পরিণতি হিসাবে আত্মহত্যা করে নেয়। পিওন চরিত্রটি পড়াশোনা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে পরীক্ষা দিতে পারেনি। অধ্যক্ষের কাছে টাকা চাইতে গিয়ে অপমানিত হয়ে আত্মঘাতী হয়। মৃত এই পাঁচটি চরিত্রের আত্মা নাটকে একে অপরের সাক্ষাৎ পায়। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করে নিজেদের জীবনকে। প্রত্যকের পরিণতির কারণ হিসেবে দেখা যায় জীবনধারণ করার নূন্যতম সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েই তারা বেছে নিয়েছিল মৃত্যুকে। কিন্তু নাটকের শেষে পাগল চরিত্রের গলায় গাওয়া একটি গানের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করে যে তাঁরা প্রত্যেকেই একা একা সমস্যার সমাধানে এগিয়েছিল। যদি তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে সমস্যার মোকাবিলা করত তাহলে এই পরিণতি তাঁদের হত না। সামাজিক কোনো সমস্যা যেহতু সমাজ বহির্ভূত নয় তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করতে হবে এমনটাই নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার চরম অবক্ষয়কে নাট্যকার তুলে ধরেছেন নাটকে। পরিশেষে ওই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন।

'জ্বালা' নাটক কোনো নির্দিষ্ট নাট্যতত্ত্বকেন্দ্রিক নাটক নয়। চরিত্রচিত্রণ, নাটকের গঠন, সংলাপ— এসবের থেকে বেশি নাট্যকার গুরুত্ব দিয়েছেন নাটকের বিষয়কে। তবুও নাটকের মধ্যে আমরা বেশ কিছু প্রসঙ্গ পাই যা নাটকটিকে স্বতন্ত্রতা প্রদান করে। যার মধ্যে একটি প্রসঙ্গ 'এক্সপ্রেশানিজম্'। এই নাটকের ভূমিকায় ঋত্বিক ঘটক লিখেছেন, -

> "এই নাটককে প্রয়োগ করতে গেলে একটু স্ট্রিন্ডবার্গ-এর কথা মনে রাখলে কাজে আসতে পারে। এর প্রয়োগ কৌশল হওয়া উচিত সম্পূর্ণ এক্সপ্রেশনিস্ট।"[২]

আলোচনার প্রথমাংশে 'এক্সপ্রেশানিজম্' নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে সুইডিশ নাট্যকার Strindberg-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই অংশে দেখবো 'জ্বালা' নাটকে কীভাবে নাট্যকার 'এক্সপ্রেশানিজম্'-এর প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন।

নাটকের শুরুতেই মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে বিবর্ণ ধুসর ক্যানভাস নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন—

> "উঁচু-নিচু পিঙ্গল এক এক টুকরো মালভূমি। আন্দোলায়িত প্রান্তরের শেষে নিঃসঙ্গ একটা পাতাহীন বাজে-পোড়া বাবলা গাছ, অজস্র বাহু উদ্যত করে আকাশকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। তার পিছনে ধোঁয়াটে পটভূমি নিঃস্বতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। ...সামনে-পাশে এক-আধটা কন্টিকারি ফণীমনসা আসশ্যাওড়ার ঝোপঝাড়। ...আচম্বিতে প্রচণ্ড বাজ পড়ার শব্দ হয় রণিয়ে রণিয়ে। তীব্র ফ্যাকাশে ভুতুড়ে আলোয় সব কেমন মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ লাগে।..."[৩]

এইরূপ মঞ্চসজ্জার মধ্যে একপ্রকার অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছেন নাট্যকার যা নাটকের চরিত্রের সঙ্গে এবং মূল ভাবনার সঙ্গে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এখানে চরিত্রগুলো বাস্তব বহির্ভূত জগতের, বিদেহী আত্মা। আমরা দেখেছি এক্সপেশানিজমের বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা বাস্তবের বাইরের কথা বলবে। সেই কারণে এই আবহ নাট্যকার শুরুতেই তৈরি করে দিয়েছেন। বধূ শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রের বর্ণনায় নাট্যকার বলেছেন, -

> "...কিন্তু মুখের অর্ধেকটা পুড়ে মাংস ঝুলে বীভৎস হয়ে গেছে। গায়ে-হাতেও সাদা-কালো চকরা-বকরা দাগ। শাড়িটা আধপোড়া। ডান হাতটা মুখের কাছে ভয়ের ভঙ্গিতে তোলা।"[৪]

M.H. Abrams যে 'exaggerating and distorting what, according to the norms of artistic realism' প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন সেই বিষয়টিকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। চরিত্র বর্ণনায় বাস্তবের থেকে আরো বেশি করে কল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে। আগুনে দগ্ধ হয়ে যাওয়া মুখ বা চেহারা কেমন হয়, তার মধ্যেকার বীভৎসতাকে নিয়ে এসেছেন। একই উদাহরণ খোকন চরিত্রের ক্ষেত্রেও—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "একমাথা গোল গোল চুল লেপটে চটচটে হয়ে গেছে রক্ত মেখে। সারা মুখময় রক্তের ধারা জমাট হয়ে আছে।"[৫]

উভয় চরিত্রের প্রসঙ্গেই নাট্যকার বীভৎসতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বীভৎসতা এসেছে নাট্যকারের কল্পনার মধ্যে দিয়ে। একজন নারীর ক্ষেত্রে আগুনে পুড়ে গেলে মুখের বা চেহারার কী অবস্থা হয় অথবা রেলে কাটা পড়লে কোনো শরীরের কী অবস্থা সেটাকেই নাট্যকার কল্পনা করে চরিত্রের বর্ণনায় এনেছেন।

এক্সপ্রেশানিস্ট নাটকের ক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার সংলাপে। 'এক্সপ্রেশানিজম্'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে Joseph T. Shipley-এর 'Dictionary of World Literature' গ্রন্থে রয়েছে, -

> "...the language is clipped, telegraphic, breathless, repetitious, lyrical, ecstatic, abounding in self-reveling monologues."[৬]

এই নাটকে সংলাপের ক্ষেত্রে আমরা চরিত্রের মধ্যে এক ধরণের আত্মকথন প্রসঙ্গ পেয়েছি। আবার এমন অনেক সংলাপ রয়েছে যেগুলি অসংলগ্ন অথবা বাক্য সম্পূর্ণ হয়নি।

> "বধূ: না। (সামলে নেয়।) বলল মা, খাব। আমি খাব। — মাথায় রাগ চড়ে গেল। দিলাম বসিয়ে এক ঘা। পাজি ছেলে! ...কেমন যেন করতে শুরু করে দিল। খুকি চিৎকার দিয়ে উঠল, ও মা, নুটু কেমন করে, ও মা, —দিক্‌বিদিক জ্ঞান ফেললাম হারিয়ে। দুমদুম করে মেরে বের করে দিলাম সবকটাকে। ...না খেয়ে শুকিয়ে মরা ছেলেগুলোকে। ...কান্না পেল। দোরে ঠেস দিয়ে বসে কাঁদলাম। আচ্ছা, কেউ আছে, যে এই কান্না বুঝতে পারে?"[৭]

— এই সংলাপের মধ্যে দেখি বধূ চরিত্র যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে অবিরত। একটা ঘটনাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে সংলাপের মধ্যে দিয়ে ঘটনাকে অনেক গভীরে গিয়ে ব্যক্ত করেছে। সাধারণভাবে ঘটনার ব্যাখ্যায় এমন সংলাপ আমরা দেখতে পাই না। এছাড়াও সংলাপের মধ্যে মধ্যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এই ধরণের খাপছাড়া ভাব এক্সপ্রেশানিস্ট নাটকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

অন্য এক অংশে দেখতে পাওয়া যায় চরিত্রগুলো যেখানে তাদের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ভাগ করছে একে অপরের সঙ্গে সেখানে এক ধরণের 'Dramatic distortion' থাকছে। 'Dramatic distortion' বলতে বোঝায় সাহিত্যে অতিরঞ্জন। যেমন খোকার বর্ণনায়, -

> "এমুন সময় র‍্যালের গাড়ি ঝকামঙ্ ঝকামঙ্ — শিঁ — এক্কেরে, দিলাপ ঝাঁপ। ঘটাং ঘটাং ঘটাস্ ঘ্যাঁচ...ঘ্যাঁচ...তাপ্পর এই।"[৮]

আবার পূর্ণবাবু চরিত্র বলেছেন, -

> "জানলাগুলো ঝপাং ঝপাং করে সরে যাচ্ছিল। তারপর অনেকগুলো — কীসব হয়ে গেল। ...আমার পাঁজরাকাটা নেই, চুরমার হয়ে গেছে।"[৯]

এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে যেন এক ধরণের exaggeration বা অতিরঞ্জন রয়েছে। এই অতিরঞ্জনই 'dramatic distortion' যা 'এক্সপ্রেশানিজম্'-এর ক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য শুধু সাহিত্যে নয় শিল্পের সর্বত্র। চিত্রকলাতে রঙের ব্যবহার দিয়ে এই exaggeration ফুটিয়ে তুলতেন শিল্পীরা। 'জ্বালা' নাটকের সংলাপ পাঠ করে কিছু কিছু সময় যেন মনে হয় যা আমরা চোখের সামনে দেখছি সেটা নয় এই ব্যাখ্যা যেন আমরা যা কল্পনা করছি সেটা। এখানেই সার্থকতা পায় ঋত্বিক ঘটকের ভূমিকা অংশে উল্লেখ করে দেওয়া 'এক্সপ্রেশানিজম্'-এর প্রসঙ্গটি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' নাটক একটি সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। এই নাটকে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ সমাজব্যবস্থার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে যে কঠিন, ভয়াবহ পরিস্থির মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সেটা এই নাটকে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে বেছে নেয় আত্মহননের পথ। এই নাটকে মূলকেন্দ্রে হতাশা, কষ্ট থাকলেও শেষে কিন্তু নাট্যকার আশার আলো দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষের ঐক্যের কথা। ঐক্যবদ্ধ মানুষ যে কোনো পরিস্থিতকে সামাল দিতে পারে। ঠিক এমন করেই বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'নবান্ন' নাটকের পরিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার ডাক দিয়েছেন।

ঋত্বিক ঘটক 'জ্বালা' নাটক রচনার কারণ হিসেবে বলেছিলেন, -

> "সে সময় ...একত্রিশটা সুইসাইড দেখে তার ওপর আমি 'সুইসাইড ওয়েভ ইন ক্যালকাটা' বলে পাঠালাম। ...এই 'জ্বালা' নাটকে তার থেকে সিলেক্ট করা ছ'টি চরিত্র— ইচ ওয়ান ইজ ট্রু ক্যারেকটার।"[১০]

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি নাট্যকার সামাজিক পরিস্থিতিকে নাটকের রূপ দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই 'জ্বালা' নাটক রচনা করেন। নাটকের শেষে যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন তাঁর মধ্যে দিয়ে নাট্যকার ঋত্বিক ঘটকের থেকে রাজনীতি সচেতন এক নাট্যকারকে আমরা বেশি করে পেয়েছি। তাই একথা মেনে নেওয়া যায় কোনো নাট্যতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে এটি রচিত হয়নি। 'এক্সপ্রেশানিজম্'-এর কথা শুরুতে বললেও শেষ অবধি নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে সমাজের বাস্তব সমস্যা। তাই সার্বিকভাবে এটিকে 'এক্সপ্রেশানিজম্' ভাবধারার নাটক বলা চলে না। কিন্তু নাটকের মধ্যেকার আবহ বর্ণনা, চরিত্রের বর্ণনা এবং সংলাপের ক্ষেত্রে 'এক্সপ্রেশানিজম্' বা অভিব্যক্তিবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে এই কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে।

Reference:

১. Abrams, M.H, Harpham, Geoffrey Galt, 'A Glossary of Literary Terms', Stamford, 11th Edition, Pg. 119
২. চক্রবর্তী, রথীন (সম্পা.), ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৩৯
৩. তদেব, পৃ. ৪৩
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ৪৪
৬. Shipley, J.T., 'Dictionary of World Literature', New York, Pg. 228
৭. চক্রবর্তী, রথীন (সম্পা.), ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৫
৮. তদেব, পৃ. ৪৬
৯. তদেব, পৃ. ৫০
১০. দাশগুপ্ত, শিবাদিত্য ও ভট্টাচার্য, সন্দীপন (সম্পা.), 'সাক্ষাৎ ঋত্বিক', কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১১৭

Bibliography:

ঘটক, সুরমা, 'ঋত্বিক', কলকাতা, ১৯৯৬
চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা.), 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই', কলকাতা
চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', কলকাতা, ১৯৯৫

সহায়ক গবেষণা :

চক্রবর্তী, নিবেদিতা, 'ঋত্বিক কুমার ঘটক ও তাঁর নাট্যচর্চা', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১